একক ৭৩ ❐ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ঃ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক

গঠন

৭৩.০ উদ্দেশ্য

৭৩.১ প্রস্তাবনা

৭৩.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

৭৩.৩ ভারতীয় শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

৭৩.৪ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

৭৩.৪.১ মূল্যায়ন

৭৩.৫ শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার বণ্টন

৭৩.৬ আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন

৭৩.৭ পরিকল্পনা কমিশন

৭৩.৮ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি

৭৩.৯ সারাংশ

৭৩.১০ অনুশীলনী

৭৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- ভারতীয় সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে নির্মাণ করেছে, সে সম্পর্কে ধারণা লা করবেন।
- ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনক্ষমতার যে সুস্পষ্ট বিভাজন করা হয়েছে তা প্রকৃতি বুঝতে পারবেন।
- যুক্তরাষ্ট্র না এককেন্দ্রিক, কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা ভারতের সংবিধান গ্রহণ করেছে, সেই প্রশ্নের সমাধান সূত্র পাবেন।
- কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধুনা যে সব চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে, সে সম্পর্কেও কিছুটা অবহিত হবেন।

Scanned with CamScanner

৭৩.১ প্রস্তাবনা

১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতে যে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়, সেখানে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত এই রাজ্যসংঘ পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অনেক বৈশিষ্ট্য বহন করলেও, সংবিধানে অত্যন্ত সচেতনভাবেই 'যুক্তরাষ্ট্রে' শব্দটি পরিহার করা হয়েছে। তাই নানান সময়ে অসতর্কভাবে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে অনেকে বর্ণনা করলেও সর্ব অর্থে ভারতকে একটি পরিপূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা হয় না।

ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো বিচার করলে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল ঃ (ক) কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই ধরনের সরকারের অবস্থিতি (খ) লিখিত ও অংশত দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (গ) কেন্দ্র ও রাজ্য, এই দুই ধরনের সরকারের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত ক্ষমতা (ঘ) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত।

কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্যের সুবাদে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র বলে অভিহিত করার কিছু বাধাও আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আইন প্রণয়ন, প্রশাসন এবং আর্থিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের গুরুত্ব এবং প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন, দ্বিবিধ সংবিধান ও দ্বিবিধ নাগরিকতার অনুপস্থিতি, সংসদের উচ্চকক্ষে সমপ্রতিনিধিত্বের অভাব ইত্যাদির কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণেই সংবিধান বিশেষজ্ঞ অস্টিন মন্তব্য করেছেন যে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোর প্রকৃতি এতোই বিচিত্র যে তার কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রায়ন সম্ভব নয়।

অস্টিনের এই মন্তব্যটিকে সামনে রেখে ভারতের সংবিধান ভারতের রাজনৈতিক কাঠামোটি নির্মাণ করেছে, সে সম্পর্কে বিচার করার চেষ্টা করব। শাসন

৭৩.২ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রের পরিকাঠামো অনুসরণ করে ভারতীয় সংবিধান ভারতে যে ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার অনেকাংশে মিল থাকলেও কিছু কিছু ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতার সূত্র ধরে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমে জানতে হবে, সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্র বলতে আমরা কী বুঝি।

সাধারণভাবে যেকোন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, যে কোনও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই ধরনের সরকার থাকে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকার। এই দুই সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় যে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকার একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। একদিকে জাতীয় প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য ইত্যাদি

Scanned with CamScanner

কারণে একটি কেন্দ্র অভিমুখী শক্তির জন্ম দেয় যার ফলে একটি সাধারণ জাতীয় সরকারের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত ইত্যাদি নানান পার্থক্য থাকবার জন্য আঞ্চলিকভাবে সরকার প্রতিষ্ঠার মনোভাব কাজ করে। এই ধরনের মনোভাব কেন্দ্রাতিগ শক্তির জন্ম দেয়। এই শক্তি আঞ্চলিক সরকারকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। এইভাবে এই দুধরনের সরকার পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত, দ্বিবিধ সরকার থাকায়, এই দুই স্তরের সরকারের কাজকর্মকে সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। অন্যথায় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। সেই কারণে জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন প্রতিরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয়। অপরপক্ষে শিক্ষা, কৃষি, জলসেচ ইত্যাদি আঞ্চলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইভাবে একই সঙ্গে, দুটি স্তরে দুটি সরকার আপন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে যাতে কোনভাবেই কোনও স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত না নিতে পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সব সময়ই সংবিধান প্রাধান্য পায়।

চতুর্থত, সংবিধানের প্রাধান্য বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানকে লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় না হলে উভয় সরকারই স্বীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে পারে এবং শাসনকার্যকে জটিল করে তুলতে পারে। তাই সংশোধন পদ্ধতিটিকে জটিল করে সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় করে গড়ে তোলা হয়। ফলে এককভাবে কোন সরকার সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতিতে সংবিধানের সংশোধন করতে পারে না।

পঞ্চমত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ মেটাতে এবং সংবিধানের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা করার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের প্রয়োজন হয়। বস্তুত, নিরপেক্ষতা না থাকলে কোনও আদালত বিরোধের যথাযথ মীমাংসা করতে পারে না। সেইদিক থেকে এই আদালতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয়, আইনসভার দুটি কক্ষ এবং দ্বিনাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম দুটি শর্ত। দ্বিনাগরিকত্বের ক্ষেত্রে একজন নাগরিক একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং অঙ্গরাজ্য উভয়েরই নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্যগুলি যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে ইচ্ছামতো যোগ দিতে এবং বিচ্ছিন্ন হতে পারে, সেই কারণে এই দ্বিনাগরিকত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়। অপরদিকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনে করা হয় যে আইনসভার উচ্চকক্ষে রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরা থাকেন। তাই আইনসভার উচ্চকক্ষে আঞ্চলিক সমস্যার যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে। অপরপক্ষে, জনগণের প্রতিনিধিরা সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে নিম্নকক্ষে যোগদান করেন। এখানে উল্লেখ্য যে আইনসভার উচ্চকক্ষে প্রতিটি আঞ্চলিক রাজ্য থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর কথাও বলা হয় যাতে প্রতিটি রাজ্যই আইনসভায় সমান গুরুত্ব পায়। তবে এই দুটি বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্র গঠনের আবশ্যিক শর্ত বলে অনেকে মনে করেন না।

Scanned with CamScanner

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার এই সব বৈশিষ্ট্যকে মনে রেখে ভারতের শাসনকাঠামোকে যদি বিচার করি, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, ভারতকে প্রচলিত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র কেন বলা হয় না।

৭৩.৩ ভারতীয় শাসনকাঠামোর বৈশিষ্ট্য

কোনও রাষ্ট্রে শাসনক্ষমতা কীভাবে বণ্টিত হবে তা নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি, রাজনৈতিক আদর্শ, ভূখণ্ডের আয়তন, জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদি নানান কারনের উপর। ভারতের সংবিধান যখন রচনা করা হয়, সংবিধান প্রণেতারা স্বভাবত এই বিষয়গুলিকে বিবেচনার মধ্যে এনেছিলেন। এর ফলে ভারতে যে শাসনকাঠামো নির্মাণ করা হয় তা আকারগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সব রীতিই এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই সংবিধানের ১নং ধারায় ভারতকে একটি রাজ্যসংঘ বলা হয়েছে। এই সংঘের অন্তর্ভুক্তি যেমন অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের মতো স্বেচ্ছাধীন নয় তেমনি প্রয়োজনবোধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়নি। ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য এই দুই স্তরে শাসনক্ষমতা বণ্টন করা হলেও ভারতে কোনওক্রমেই একটি যুক্তরাষ্ট্র বলে মনে করা যাবে না।

তবে ভারতকে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো অনুসারে গড়ে তোলার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, ভারত একটি বিশাল ও জনবহুল রাষ্ট্র। এই বিশাল ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর ভিতরেও নানান ধরনের ঐতিহ্য বয়ে চলেছে। সংবিধান প্রণেতারা মনে করেছিলেন, কোনও এককেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে এতো ব্যাপক সমাধান করা সহজ হবে না। যেহেতু আঞ্চলিক সমস্যাগুলি স্বতন্ত্র এবং জটিল, যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে এই সংস্কৃতি চেতনার স্ফুরণ সম্ভব হবে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল। আমরা জানি, প্রাকস্বাধীনতা পর্বে ভারতে দু'ধরনের রাজ্য ছিল ঃ (ক) ইংরেজ-শাসিত ভারত অর্থাৎ ভারতের যে অংশটি প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের অধীন ছিল এবং (খ) দেশীয় রাজ্যসমূহ অর্থাৎ দেশীয় রাজা-নবাব শাসিত রাজ্য যেগুলি আবার ইংরেজ সরকারের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রেখে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয়ত, ঐ একই আইনের প্রবর্তনার ফলে অনেক প্রাদেশিক রাজনীতিবিদ প্রাদেশিক রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন, যাঁরা পরবর্তীকালে গণপরিষদের সদস্য হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে এঁরা সকলেই স্বাগত জানান কারণ এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁরাও সকলে আঞ্চলিক রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করেন।

Scanned with CamScanner

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো হলেও সংবিধানের বিভিন্ন ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রের সব বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়নি। একথা সত্য যে ভারতের শাসনকাঠামোয় যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ে। যেমন, প্রথমত, ভারতে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক এই দুই স্তরে সরকার বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় সবসময়ই ভারতীয় সংবিধান প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এই সংবিধান লিখিত এবং সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি যেহেতু জটিল, তাই সংবিধানকে আপাতভাবে সুপরিবর্তনীয় বলা যায় না। চতুর্থত, সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। এর ফলে উভয় সরকারে শাসন করার এক্তিয়ার সুস্পষ্ট এবং সাদাকালো অক্ষরে লেখা রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যদি কোন বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে সেই কলহের মীমাংসা করার জন্য স্বাধীন ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সুপ্রীম কোর্ট রয়েছে। প্রয়োজনবোধে ভারতের রাষ্ট্রপতিও সংবিধানের কোনো আইনের ব্যাখ্যার জন্য সুপ্রীম কোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন সরকারের কার্যাবলীর সাংবিধানিকতা যাচাই করতে পারে। কোনো আইনের বৈধতাও বিচার করতে পারে। কিন্তু সেই আইন অযৌক্তিক কিংবা ক্ষতিকারক কিনা সেই প্রশ্নে যেতে পারে না।

ভারতের শাসনব্যবস্থার এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে অনেকেই মনে করেছেন প্রকৃতিগতভাবে ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আরও একটু সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারব যে ভারতের সংবিধান ভারতকে আক্ষরিক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় করে গড়ে তুলতে চায়নি। বস্তুত, অনেকক্ষেত্রেই ভারতীয় সংবিধান তার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিতরে থেকেও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বহু বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ক্ষমতাবণ্টনের ক্ষেত্রে যে সকল নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সকল সময়ই কেন্দ্রকে অঙ্গরাজ্যগুলির তুলনায় অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে কীভাবে সংবিধানে কেন্দ্রীভবনের স্বপক্ষে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে। এর ফলে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীভবনের যে ঝোঁক দেখা যায়, তার ব্যাপকতা বিচার করে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা অনেকেই ভারতকে আধাযুক্তরাষ্ট্রীয় বা সমজাতীয় বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। তবে যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, ভারতের শাসনব্যবস্থা যে কোনও বিশেষ যুক্তরাষ্ট্র বা এককেন্দ্রিক সরকারকে অনুকরণ করে গড়ে তোলা হয়নি। বরং উভয় প্রকার ব্যবস্থার সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, একথাই স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। এই সমন্বয় ঘটানোর ফলে ভারত একটি নতুন রকমের রাজ্যসংঘ হয়ে উঠেছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

Scanned with CamScanner